بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৪ নভেম্বর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৪ নভেম্বর ২০১১-এর (৪ নবুয়ত, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন, 'মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই এ অধমকে প্রেরণ করা হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত সকল ধর্মের মধ্যে কেবল সেটি-ই আল্লাহ্-মনোনীত সত্যধর্ম যা পবিত্র কুরআন এনেছে আর মুক্তিনিকেতনে প্রবেশের চাবী হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'।

অতএব এ যুগে পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষা জগতময় প্রচার এবং কুরআনের শিক্ষাকে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাছে তার নিজস্ব ভাষায় পৌঁছানোর দায়িত্ব খোদার যে বীরপুরুষের উপর ন্যাস্ত ছিল, তিনি হলেন কুরআন প্রেমিক ও মহানবী (সা.)-এর দাস হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি আল্লাহ্র সেই বীর, যাঁর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'র পতাকা পৃথিবীতে উড্ডীন করে পথহারা মানুষকে মুক্তির পথের দিশা দেবার কথা । আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ তাঁর সাহিত্য ও পুস্তকাদি এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এ কথার সাক্ষ্য যে, তিনি তাঁর প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। সে যুগে, যখন তাঁর কাছে জাগতিক কোন উপকরণও ছিলো না, তখন এত বড় কাজ সম্পাদন করা সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। কিন্তু খোদা তা'লার প্রেরিতরা যেহেতু সম্পুর্ণরূপে আল্লাহ্তেই নির্ভর করেন তাই তিনি (আ.) তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনরূপ জাগতিক উপকরণের উপর নির্ভর করেন নি, বরং প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ্র কাছে চেয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অবশ্য খোদা তা'লাই যেহেতু জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টারও নির্দেশ দিয়েছেন, তদনুযায়ী তিনি (আ.) তাঁর নিকটজন ও অনুসারীদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্যাগে উদ্বদ্ধ করেছেন আর আর্থিক কুরবানীও এর অন্তর্গত ছিল কিন্তু কখনো তিনি কারো উপর নির্ভর করেন নি।

আদিকাল থেকে আল্লাহ্‌র মনোনীতগণ ও নবীদের এই রীতিই চলে এসেছে, অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন কুরবানীরও তাহ্‌রীক করতেন, তিনি (আ.)-ও তাহ্‌রীক করেছেন তবে সর্বদা একথাই বলেছেন, আমি সে খোদার ওপরই নির্ভর করি যিনি স্বয়ং আমার প্রতি ন্যস্ত এ মহান কাজ সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত একটি গন্ডগ্রামে বসবাসকারী এক ব্যক্তির এই ঘোষণা যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রসার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব মানব হৃদয়ে প্রোথিত করার দায়িত্ব খোদা আমার প্রতি ন্যস্ত করেছেন, কোন সাধারণ ঘোষণা ছিল না। এরপর জগদ্বাসী দেখেছে, এ বাণী সেই গ্রামের গন্ডি পেরিয়ে কেবল ভারত বর্ষের বড় বড় শহর এবং প্রান্তে প্রান্তেই পৌঁছায়নি বরং ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আরম্ভ হয়। ইসলাম বিরোধী বড় বড় পাদ্রী অথবা অপরাপর ধর্মের নেতারা যারা নিজেদেরকে শক্তিশালী ও বিত্তবান মনে করতো, তারা যখন তাঁর (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো এবং তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করলো— তখন হয় তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে অথবা ঐশী তকদীর তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইসলাম বিরোধীদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার এ দৃশ্য কেবল ভারতবর্ষের লোকেরাই দেখেনি বরং ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষও দেখেছে। কিন্তু পরিতাপ সেসব মুসলমান আলেম ও পীরদের জন্য— এ সকল দৃষ্টান্ত দেখেও তাদের চোখ খুলেনি বরং তারা আরো বেশী বিরোধিতা আরম্ভ করে, তবে খোদার তকদীরের মোকাবেলা করার সাধ্য কার?

আপনপর সকলের এই বিরোধিতা ও শত্রুতা চলছিলই এবং এখনো চলছে যা ফসল ও গাছ-পালার জন্য সার ও পানির কাজ করে। আজ পর্যন্ত আমরা এমন দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করছি। যখনই কোথাও কোন ভাবে জামাতের অগ্রগতি ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়েছে তখনই এক নতুন মহিমায় খোদার সিংহের সেই জামাত তাঁর অনুগ্রহে ভূষিত হয়ে উন্নতির নিত্য নতুন সোপান অতিক্রম করেছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সর্বদা জামাতের সাথে থাকার কারণ হচ্ছে, জামাত সর্বদা সেই উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখেছে যে লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। জামাতের সদস্যরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশকে সামনে রেখেছে যা তিনি আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকায় লিখেছেন,

‘পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে বসবাসরত মানুষ তা ইউরোপে হোক বা এশিয়ায়, যেখানেই হোক না কেন, যারা সৎ প্রকৃতির অধিকারী খোদা তা’লা তাদের সকলকে তৌহিদের প্রতি আকৃষ্ট করতে চান এবং নিজ বান্দাদের একমাত্র ধর্মে (ইসলামে) একত্রিত করতে চান। আল্লাহ্‌র এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। কাজেই তোমরা সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য কাজে লেগে যাও তবে নম্রতা, চারিত্রিক গুণাবলী এবং দোয়ার উপর জোর দেয়ার মাধ্যমে’।

অতএব জগদ্বাসীকে অদ্বীতিয় খোদার ধর্মে একত্রিত করে একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং পবিত্র কুরআনের অনুশাসন ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করা এর শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া আর পবিত্র স্বভাবী লোকদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করা— সেই মহান ও গুরুদায়িত্ব যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর (মৃত্যুর) পর জামাতের কাধে ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধন এবং ত্যাগ ও দোয়া ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব নয়। আমরা

যতদিন এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখবো উন্নতি দেখবো– কেননা আল্লাহ্ তা'লা এটি জামাতের জন্য অবধারিত রেখেছেন। এটিই জামাতের সৌন্দর্য ও মহিমা, আজ পর্যন্ত জামাত এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছে। নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং এর জন্য ত্যাগও স্বীকার করে চলেছে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যদি দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে তাহলে আল্লাহ্ চাহেনতো আমরা অগ্রগতির দৃশ্য অবলোকন করতে থাকবো।

যখনই এই উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নের জন্য জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র কৃপায় জামাত সর্বদা 'আমরা উপস্থিত' বলে সাড়া দিয়েছে। আর জামাত এবং ইসলামের উন্নতির জন্য পূর্বের তুলনায় অধিক দোয়ায় রত হয়েছে এবং অন্যান্য ত্যাগেও ব্রতী হয়েছে। সম্প্রতী আমি যখন নফল রোযা ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি তারপর থেকে আমি যে সকল চিঠিপত্র পাচ্ছি তা থেকে মনে হচ্ছে, গভীর আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে জামাত এ ডাকে সাড়া দিয়েছে। প্রত্যেকে দোয়ায় রত হয়েছে। কেবল পাকিস্তানীরাই নয়, বরং আফ্রিকা, ইউরোপে ও আমেরিকার মানুষ যারা পাকিস্তানী বংশভূত নয়, তাঁরাও দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। তাঁরা পাকিস্তানী ভাইদের জন্য, প্রত্যেক সেই আহমদীর জন্য, যে কোন না কোন ভাবে কষ্টে নিপতিত অথবা যাকে কষ্টে ফেলা হয়েছে– তার জন্য দোয়ায় নিমগ্ন রয়েছে। আর্থিক কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আর্থিক কুরবানীতে এগিয়ে এসেছে। ধর্মের খাতিরে ত্যাগের এরা এমন এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে যা দেখে অবাক হতে হয়। বর্তমান সময় ইসলাম প্রচারের জন্য প্রচুর বই পুস্তক ছাপানো প্রয়োজন। মুবাল্লেগ প্রশিক্ষণ, মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণ এবং বর্তমান গতিশীলতার যুগে যে সকল প্রচার মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে এসবের জন্য প্রচুর আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন।

আজকাল শুধুমাত্র এমটিএ-ই তবলীগের এক বিশাল মাধ্যমে পরিণত হয়েছে যা এখন চারটি ভিন্ন-ভিন্ন ভূ-উপগ্রহকে ব্যবহার করছে। এরফলে আজ পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে আহমদীয়াত ও সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছাচ্ছে না। এবং সাত আটটি প্রধান ভাষায় এ সংবাদ পৌঁছানো হচ্ছে। কাজেই এটি তবলীগের তথা ইসলামের বাণী প্রচার ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য সাধনের অনেক বড় একটা মাধ্যম। আর এ জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন পড়ে থাকে যা জামাত সদা ক্রমবর্ধমান আন্তরিকতার সাথে করে থাকে।

আজ আমি প্রচলিত রীতি অনুসারে তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিব। যখন আহমদী বিরোধীরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক আনীত বাণীকে ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণা দিয়েছিল তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন এর প্রত্যুত্তরে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এই বাণীকে পৌঁছানোর মানসে আর্থিক কুরবানীর জন্য উদ্বুদ্ধ করেন তখন এতে স্বতঃস্ফূর্ত-সাড়া দেওয়ার এক অসাধারণ দৃশ্য জগদ্বাসী অবলোকন করেছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আজ আমরা পৃথিবীর দু'শ দেশে বিদ্যমান আছি আর যেভাবে আমি বলেছি, শুধুমাত্র এমটিএ'র কল্যাণেই আজ পৃথিবীতে এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, খিলাফতের ছত্রচ্ছায়ায় তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল করার নিমিত্তে জামাত ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে। হায়! সেসব মুসলমান, যারা নবী-প্রেমের দাবী করে তারা যদি এই ঐশী পরিকল্পনাকে বুঝতো আর তৌহিদ

প্রতিষ্ঠা, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা জগতময় প্রসার এবং মহানবী (সা.)-এর অনুশাসন বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র এই বীর পুরুষের সাথে যুক্ত হয়ে কাজে নিয়োজিত হতো তাহলে দেখতে পেতো! তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্মান কীভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কিভাবে বড় বড় পরাশক্তিগুলো তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করছে। তারা দেখতো, তখন কোন হতভাগা কার্টুনিষ্ট এবং পত্রিকার সম্পাদক বা যে-ই হোক না কেন সে মহানবী (সা.) সম্পর্কে কোন প্রকার অপালাপ করার দুঃসাহস দেখাতো না। কয়েক দিন হলো, ফান্সে আবার একটি পত্রিকা ন্যাক্যারজনক আচরণ করেছে এরফলে আমদের হৃদয় ক্ষত-ক্ষিত হয়েছে। আমি ফান্সের জামাতকে বলেছি, আইনের গন্ডিতে থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন, এদেরকে বুঝান। জনগণকে সচেতন করুন, এ ধরনের কর্মকান্ডে খোদা তা'লার ক্রোধ বা শাস্তি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লার অসন্তোষ ও ক্রোধকে ভয় কর। বর্তমানে পৃথিবী এমনিতেই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কোথাও দৈব দুর্বিপাক, কোথাও অর্থনৈতিক বিপর্যয় বেড়ে চলেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে খোদাকে ভুলে যাওয়া। তাঁর প্রিয়দের সম্পর্কে কদর্য ও অশালীন কথাবার্তা বলা হয়, হাসি-বিদ্রুপ করা হয়। বস্তুতঃ খোদার আত্মভিমানকে এরা চ্যালেঞ্জ করছে। জগদ্বাসীর হৃদয়ে খোদাভীতি সঞ্চারের প্রয়োজন আর আজ আহমদীরাই এ কাজ করছে। এখন মুসলমানরা যদি এই মর্মবাণী অনুধাবনে সক্ষম হয় তাহলে যেখানে তাদের ইহ ও পরকাল সুনিশ্চিত হবে আর আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার লাভ করবে সেখানে নিয়ামতের উত্তরাধিকারী গণ্য হবে। হায়! যদি তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হতো।

মোটকথা, আমি যেভাবে বলেছি, যখন মুসলমানদের একটা দল আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হাকডাক দিচ্ছিল তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামকে জগতময় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি বিশেষ তাহরীকের ঘোষণা দেন। এতে জামাতের শিশু, নারী, পুরুষ সব সদস্যরা সাড়া দেয়। আর লাব্বায়েক বা আমি উপস্থিত বলে কুরবানীর এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আর আজ আমরা সমগ্র জগতে তাহরীকে জাদীদের ফল দেখতে পাচ্ছি। বরং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এসকল কুরবানীর ফলশ্রুতিতেই জগতব্যাপী আহমদীয়াতের ফলবতী বৃক্ষ অর্থাৎ ফলে সুশোভিত বৃক্ষ দেখছি ।

জামাতের সদস্যরা যেখানে আবশ্যকীয় চাঁদা ও অন্যান্য খাত সমূহের অধীনে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করছেন, সেখানে তাহরীকে জাদীদ খাতেও তাদের কুরবানী অসাধারণ। বর্তমান পৃথিবী যেখানে অর্থনৈতিক মন্দায় বিপর্যস্ত, সেখানে আহমদীরা যে ত্যাগ স্বীকার করছে তাতে হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় আপ্লুত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ বাণী স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়, **'জামাতের নিষ্ঠা, ভালবাসা ও ঈমানী উদ্দীপনা দেখে স্বয়ং আমরা আশ্চর্য ও বিস্মিত হই'।**

অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে এটিও বলে দেই, এখনো বোঝা যাচ্ছে না যে এটি কোথায় গিয়ে ঠেকবে এবং কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। তাই আহমদীদের সর্বদা কিছু দিনের খোরাক অবশ্যই ঘরে মওজুদ রাখা উচিত। দরিদ্র দেশসমূহের এসব পরিস্থিতি সামাল দেয়ার অভ্যাস আছে এবং তাঁরা কিছু না কিছু খাবার রেখেও থাকে। কিন্তু এসব (উন্নত বিশ্বে) দেশের সে অভ্যাস নেই। এজন্য তাঁরা জানেই না মন্দা কি জিনিষ। এরা সর্বশেষ অর্থনৈতিক সংকট দেখেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, এরপর আর দেখেনি। এজন্য তাদের নতুন প্রজন্ম ধারণাই করতে পারে না যে, কি ঘটতে পারে? কিন্তু কোনভাবে আতঙ্কগ্রস্থ হবার প্রয়োজন নেই। সাবধানতা হিসেবে

আহমদীদের যতদূর সম্ভব কিছু না কিছু শুকনো খাবার অবশ্যই ঘরে রাখা প্রয়োজন। আর এ দোয়া করা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা'লা যেন জগদ্বাসীকে সৃষ্টিকর্তাকে চেনার এবং খোদা তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার সৌভাগ্য দান করেন। আল্লাহ্ করুন যেন এমনই হয়।

এখন আমি পুনরায় জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা প্রসঙ্গে আসছি এবং তাদের অর্থিক কুরবানী সম্পর্কে কিছু বলব। যা থেকে বুঝা যায়, পৃথিবীর সকল প্রান্তে জামাতের সদস্যরা বিভিন্ন প্রকার অর্থিক কুরবানী প্রদানে কতটুকু নিষ্ঠা ও অন্তরিকতা প্রদর্শন করছেন এবং ঈমানে উন্নতির জন্য কীভাবে তাঁরা ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত। যদিও যারা জামাতকে নিশ্চিহ্ন করার বুলি আওড়াতো আজ কোথাও তাদেরকে দেখা যায় না। কিন্তু তাদের চ্যালা-চামুন্ডা এবং সমপ্রকৃতির লোকেরা দেখে নিক, মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে অসচ্ছলতা সত্ত্বেও কীভাবে ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

আইভরিকোষ্টের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেছেন, আমাদের এক বন্ধু আলিডু দরাগু সাহেব ২০০৯ সালের শেষদিকে বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আতের প্রথম দিন থেকেই নিজের আয়ের হিসেব করে নিয়মিত চাঁদা দিতে শুরু করেন। এ সময় তিনি চাঁদার অগণিত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেন। একদিন তিনি জামাতের পুরনো সদস্যদের সাথে এসব কল্যাণের কথা আলোচনা করছিলেন। ঐসব পুরনো সদস্যের মধ্যে একজন যিনি ২০০৪ সালে বয়আত করেছিলেন, এসব ঘটনা শুনে তাঁর নিজের চাঁদা দু'হাজার ফ্রাঙ্ক থেকে বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কে উন্নীত করার সংকল্প করেন। তিনি বলেন, তখনো তিনি আদায় করা আরম্ভই করেন নি অথচ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁর আয় অসাধারণ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই প্রবীণ সদস্য আমার কাছে আসলেন এবং সব ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক দেয়ার সংকল্প করেছিলাম, কিন্তু আজ থেকে আমি মাসিক পাঁচ হাজার এর পরিবর্তে দশ হাজার 'ফ্রাঙ্ক সীফাহ্' আদায় করব। তিনি সে অনুযায়ী আদায় করাও আরম্ভ করেছেন। অনুরূপভাবে আরো অনেক সদস্য রয়েছেন যারা চাঁদা বৃদ্ধি করছেন।

গীনি কোনাকুরির মুবাল্লেগ লিখেছেন, মোহতরম মুহাম্মদ মারিগা সাহেব নামের এক যুবক দীর্ঘদিন তবলীগের পর খোদা তা'লার কৃপায় জামাতভূক্ত হয়েছেন। পেশায় তিনি একজন স্থপতি। বয়আত গ্রহণের সময় তিনি একটি নির্মাণ কোম্পানীতে চাকরী করতেন এবং খুবই কম বেতন পেতেন। বয়আতের পর তাকে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এসব চাঁদার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাঁদা কোনটি? তাকে বলা হয়— ওসীয়্যতের চাঁদা, চাঁদা আম ও সালানা জলসার চাঁদা, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে প্রচলিত। তাকে ওসীয়্যতের গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত করা হয়। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, আমি আজ থেকেই ওসীয়্যতের চাঁদা দেয়া আরম্ভ করব। মুবাল্লেগ সাহেব তাকে বলেন, ওসীয়্যতের চাঁদা ও ওসীয়্যতের কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে। আপনি এতে অন্তর্ভূক্ত হবার পরই এ খাতে চাঁদা আদায় করতে পারবেন। তিনি বলেন, আমি এই ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত হচ্ছি। অতঃপর তিনি আল ওসীয়্যত পুস্তিকা পাঠ করেন এবং ওসীয়্যত করেন। অত্যন্ত সততার সাথে নিজের আয়ের এক দশমাংশ চাঁদা হিসেবে আদায় করেন। ওসীয়্যতের মঞ্জুরীর জন্য কিছু সময় লাগে, মঞ্জুরী আসার আগ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত ওসীয়্যতের চাঁদা প্রদান করতে থাকেন। কিছুদিন পর তিনি অন্যান্য আর্থিক তাহরীকেও

অংশগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি চাকরী ছেড়ে দেন এবং ব্যবসা আরম্ভ করেন। এখন তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিজ কোম্পানির মালিক। সততার কারণে সারা দেশে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ কারণে তার ব্যবসাও যথেষ্ট উন্নতি করছে। সবার সামনে প্রকাশ্যে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভূক্ত হবার কারণে এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অর্ন্তভূক্ত হবার কল্যাণে আল্লাহ্ এ নিয়ামত দান করেছেন।

এরপর ঘানা থেকে আমাদের মুবাল্লেগ জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব লিখেন, এক বন্ধু 'আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু বে' সাহেব আমার সাথে তবলীগি সফরে টোগো যান। সেখানকার নাজোঙ্গ নামক স্থানে আমরা (খোলা আকাশের নীচে) রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে যোহরের নামায পড়ি। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু বে বলেন, মসজিদ এদের প্রাপ্য অধিকার। একেবারেই নতুন কিন্তু একটি ছোট্ট গ্রামের ছোট একটি জামাত। অতএব তিনি আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে সেখানে তাদের জন্য খুব সুন্দর একটি মসজিদ বানিয়েছেন। এই হাজী সাহেব বেশ বিত্তবান মানুষ। ঐ মসজিদে তিনশত মুসল্লী নামায পড়তে পারবেন। এখন এই মসজিদের মিনারও তৈরী হচ্ছে। যেহেতু এই স্থানটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত, তাই নির্মাণ সামগ্রী সেখানে পৌঁছানো দুস্কর তা সত্ত্বেও এই হাজী সাহেব অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার ও ব্যয় বহন করে নির্মাণ সামগ্রী সেখানে পৌঁছাচ্ছেন।

আইভরিকোস্টের লাজনার (আহমদীয়া মহিলা সংগঠন) প্রেসিডেন্ট সাহেবা বলেন, এ বছর মজলিসে শূরায় আইভরিকোস্ট জামাতের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদার তাহরীক করা হলে লাজনার সদস্যাগণ প্রত্যেকে তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ করে 'ফ্রাঙ্ক সীফাহ্' দেয়ার ওয়াদা করেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ একজন নিবেদিতপ্রাণ আহমদী তিনি তখনই এক লাখ 'ফ্রাঙ্ক সীফাহ্' পরিশোধ করেন। তাদের জন্য এটি অনেক বড় একটি অংক। যদিও স্থানীয় মুদ্রায় এক লক্ষ কিন্তু পাউন্ডে হিসেবে মাত্র একশত পয়ত্রিশ পাউন্ড। কিন্তু আফ্রিকার জন্য এটি অনেক বড় অংক। কেননা সেই মহিলার ছোট্ট একটি সবজির দোকান ছিল মাত্র আর তার পরিবার ছিল অনেক বড়।

বুর্কিনাফাঁসোর আমীর সাহেব লিখেন, বাওলাহ্ নামক জামাতের একজন বন্ধু আত্তারা আব্দুল হাই সাহেব আমাদের মুবাল্লেগ সাহেবের একটি বক্তব্য শুনে এই বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, আমি যে দরিদ্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং ফসল ছাড়া আয়-রোজগারের আর কোন উপায় নেই। কিন্তু এই অঙ্গীকার করছি, চাষাবাদের আয় থেকে প্রতি মাসে একশত ফ্রাঙ্ক চাঁদা দিব। এ অঙ্গীকারের পর মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হতেই অনাবৃষ্টি ও খরার কবলে পড়তে হয়। যে কারণে সবাই দুঃশ্চিন্তগ্রস্থ ছিল। তিনি বলেন, সবাই যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে তা হলো, আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমার ফসল খুবই ভাল ফলেছে। এ ঘটনাটি চাঁদার ব্যাপারে আমার ঈমানকে আরও দৃঢ় করে। আর আমি অঙ্গীকার করেছি, ছয় হাজার 'ফ্রাঙ্ক সীফাহ' তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করবো। আর এই অঙ্গীকারের পর মাত্র কিছু দিনই অতিবাহিত হয়ে থাকবে— ফসল কাটার মৌসুম এসে যায়। আমার ফসলের উৎপাদনের মাত্রা সব চেয়ে আলাদা ও বেশি ছিল। এ ব্যাপারে আমি ভাবলাম, এই যে ব্যাপক ফসল উৎপন্ন হয়েছে তা চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে। তাই আমি তাহরীকে জাদীদের চাঁদার অঙ্ক বৃদ্ধি করে বার হাজার ফ্রাঙ্কে উন্নীত করেছি।

বুর্কিনাফাঁসোর আমীর সাহেব লিখেন, সুরি নামক গ্রামের একজন বয়স্ক আহমদী কাবুরে সাহেব, বংশে একমাত্র তিনিই আহমদী হয়েছেন। তিনি নিজেই বলছেন, দীর্ঘদিন যাবত বার্ধক্য এবং রোগব্যাধির কারণে নামায পড়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল আর এ কারণে সব সময় অনুশোচনা ও অনুতাপ করতেন। এ বছর তিনি বয়আত করার পর সত্তর হাজার ফ্রাঙ্ক সীফাহ্ বিভিন্ন খাতে চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। তিনি বলেন, চাঁদা দিতেই বহুদিনের ভগ্নস্বাস্থ্য বহাল হতে লাগলো। নামাযের হারিয়ে যাওয়া সামর্থ বহাল হতে আরম্ভ করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন তাহাজ্জুদ সহ অন্যান্য নামায পড়ার সামর্থ হচ্ছে। তিনি বলেন, এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা এবং আমার আর্থিক কুরবানীর কল্যাণেই হয়েছে, এই চাঁদা নামাযেরও সুযোগ করে দিয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার আমীর সাহেব বলেন, ২০১০ সালের নভেম্বরে তাহরীকে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা হয় তখন তাহরীকে জাদীদ প্রসঙ্গে আমি তাদের যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলাম তার আলোকে সকল জামাতকে তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। জামাতে আহমদীয়া মেলবোর্ন অঙ্গীকার করেছে, আল্লাহ্ চাহেনতো আমরা দ্বিগুণ চাঁদা দেবো। আর তারা অনেক পরিশ্রম করেছে এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গত বছরের চেয়ে ১শ' ৬৪ভাগ বৃদ্ধি করে নিজেদের চাঁদা উপস্থাপন করেছেন। আহমদীয়া জামাত কানাডা গত বছরের তুলনায় ৭৫ ভাগ বেশি চাঁদা দিয়েছে। এভাবে সমষ্টিগত কুরবানীর ক্ষেত্রেও জামাতগুলো অসাধারণভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

ভারত থেকে তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর লিখেন, ফেব্রুয়ারীতে খাকসার উকিলুল মাল সাহেবের সাথে তামীলনাড়ু সফরে গিয়েছিলাম। আমরা আহমদীয়া জামাত কিউমবাড়'এ পৌঁছি। মাগরীবের নামাযের পর একটি তরবিয়তী সভা ডাকা হয়। যেখানে উকিলুল মাল সাহেব তাহরীকে জাদীদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ও এর পটভূমী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভা শেষে মসজিদে উপস্থিত বন্ধুদের কাছে নতুন বছরের ওয়াদা চান। একজন নিষ্ঠাবান বন্ধুর পূর্বের ওয়াদা ছিল বিশ হাজার রূপী। উকিলুল মাল সাহেব তাকে নববর্ষের জন্য একলক্ষ রূপী ওয়াদা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল, সচরাচর কেরালা অঞ্চলের মানুষ সম্পদশালী। যাহোক, প্রথমে তিনি স্বীয় সীমাবদ্ধতার কথা বলেন কিন্তু পরে এই কুরবানীতে সম্মত হন। সে সময় তার দু'জন ওয়াকফে নও মেয়েও সেখানে উপস্থিত ছিল। মসজিদ থেকে বের হয়ে ঘরে যেতেই (স্থানীয়) সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ সাহেব ইন্সপেক্টর সাহেবকে বলেন, যিনি এক লাখ রূপী দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন তার ফোন এসেছে। তিনি বলেন, আমার বড় মেয়ে (তার দুই মেয়েই ওয়াকফে নও) বলছিলেন, আব্বা জান, আপনি তাহরীকে জাদীদের যে ওয়াদা লিখিয়েছেন তা আমাদের হিসেবে কম, বাড়িয়ে দেড় লাখ রূপী লিখান। কাজেই আমার ওয়াদা দেড় লাখ রূপী লিখে নিন।

এরপর তাহরীকে জাদীদের প্রতিনিধি কাশ্মীর অর্থাৎ ভারতীয় কাশ্মীর সফরান্তে বলেন, আহমদীয়া জামাত আসনূর'এর একজন পৌঢ় নিষ্ঠাবান বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয়েছে। তার জীবন-যাপন ও চিকিৎসাদী সামান্য সরকারী পেনশনে চলতো। ইদানিং পেনশনের তুলনায় ঔষধ-পত্রের খরচ বেড়ে যায়। অবস্থা দৃষ্টে তার বাজেট বৃদ্ধি করা আমাদের কাছে সমীচীন মনে হয়নি। কিন্তু

দোয়ার পর আমরা যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম তখন তিনি বললেন, আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য বলুন। সেই প্রতিনিধি বলেন, আমার (খলীফাতুল মসীহ্) পক্ষ থেকে তাহ্রীকে জাদীদের চাঁদার বাজেট বাড়ানোর যে নির্দেশনা তাঁর কাছে গিয়েছিল তিনি সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরম উৎসাহের সাথে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জীবিত আছি খলীফাতুল মসীহ্র প্রত্যেক নির্দেশে সাড়া দিয়ে যাবো। এটি বলতে বলতে তাঁর চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'লা আমার পার্থিব ঔষধ-পথ্যের বাজেট বাড়িয়ে দিয়েছেন তখন আমি পরকালের বাজেটের ক্ষেত্রে কেন ঘাটতি রাখবো বা কার্পণ্য করব। অতঃপর তার কথার আনুগত্যে তিনি শুধু বাজেটই বৃদ্ধি করেনি বরং অর্ধেক চাঁদা তখনই পরিশোধ করে দিয়েছেন।

পাকিস্তানের এডিশনাল উকীলুল মাল লিখেছেন, সিন্ধু প্রদেশের এক ব্যক্তির বাজেট ছিল পঞ্চাশ হাজার রূপী। তিনি বলেন, যদিও গত কিছুদিন ভারী বর্ষণের কারণে সিন্ধুর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, ফসলেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় কিন্তু তিনি সম্পদশালী মানুষ ছিলেন তাই তার অবস্থা দেখে বললাম, আপনার ওয়াদা আরো বেশি হওয়া উচিত। এতে তিনি তার ওয়াদা পাঁচ লাখ রূপীতে উন্নীত করেন এবং তৎক্ষণাৎ তা পরিশোধ করে দেন। কিন্তু কিছু দিন পর যখন তিনি হায়দ্রাবাদ ফিরে আসেন তখন সেই ভদ্রলোক ফোন করে বলেন, আপনি আমার কাছে খলীফাতুল মসীহ্র প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন এবং আমি পাঁচ লাখ রূপী দেয়ার ওয়াদা করেছি কেননা, আমার অবস্থা দেখে আপনিও আমাকে এতটুকু লিখাতে বলেছেন, আমি বয়আতের অঙ্গীকারের দাবী অনুসারে মনে করি ওয়াদা আরো বৃদ্ধি করা উচিত আমার যা আছে সে অনুসারে যেন দেই। তিনি তখনই দশ লাখ রূপী ওয়াদা করেন। এরপর ঘরে ফিরে গেলে তাঁর স্ত্রী বলেন, আমার যে অলংকারাদী রয়েছে আমি তা তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিতে চাচ্ছি। তার ফোন আসে, এখন রাত কিন্তু আমার স্ত্রী বলছেন, এখনই গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিকে এসব অলংকারাদী দিয়ে আস, আমি এক রাতের জন্যও এগুলো কাছে রাখবো না। তিনি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ফোনে তার স্ত্রীকে বুঝালেন, এখন রাত; সিন্ধুর পরিস্থিতিতে এখন আসা উচিত হবেনা।

সকালে পেয়ে যাব। কিন্তু তিনি অত্যন্ত নাছোড়বান্দা ছিলেন। বললেন, আমাকে এখনই এগুলো পৌঁছাতে হবে, অবশেষে স্বামীকে বাধ্য হয়ে আসতে হলো। কিন্তু যখন নিয়ত করা হয় তখন তা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে পৌঁছে যায়। এত বেশী আবেগ প্রবণ হওয়া উচিত নয়, অবস্থা দেখেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যদিও সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ, রাতের সফর ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন কোন ক্ষতি হয়নি, তবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কোন কারণ ছাড়া নিজেকে পরীক্ষায় নিপতিত করা উচিত নয়।

কাজাকিস্তানের এক নবাগত বন্ধু সম্পর্কে আমাদের মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ লিখেন, জামাতের কেন্দ্রীয় মসজিদ ও মিশন হাউজের জন্য তিনি জমি ক্রয় করে দিয়েছেন। এছাড়া নির্মাণাধীন একটি দ্বিতল ভবনও ক্রয় করেন। অন্য এক শহরেও মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করে জামাতকে প্রদান করেন আর এর জন্য তিনি সর্বমোট চার লাখ পঁচানব্বই হাজার ডলার খরচ করেন অথচ তিনি নিজেই নতুন বয়আতকারী।

জার্মানীর সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ লিখেন, একবার তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তখন এর বরকত ও কল্যাণের কথা শুনে এক বোন এক হাজার ইউরো প্রদান করেন যা তিনি অলংকার ক্রয়ের জন্য রেখেছিলেন। জার্মানী জামাতের অনেক মহিলা নিজেদের অলংকারাদী তাহরীকে জাদীদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। এক বোন সমিতিতে যে অর্থ জমা রেখেছিলেন তাঁর পুরো অর্থ দিয়ে দিয়েছেন। তিনি(সেক্রেটারী) বলেন, আমি এক জায়গায় সফরে যাই। এক বন্ধু তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর সাহেবকে একটি চিরকুট দেন, তাতে লিখা ছিল বিশ হাজার ইউরো তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিচ্ছি আর সেই চিরকুটের নিচে লিখা ছিল আমার নাম যেন প্রকাশ করা না হয়। তিনি বলেন, আমি যখন অন্য জায়গায় যাই তখন আমি এ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি আর বলি যে এভাবেও মানুষ কুরবানী করে থাকেন। সেখানে এক বন্ধু মিটিং শেষ হলে একটি চিরকুট আমাকে দেন যাতে লিখা ছিল একুশ হাজার ইউরো তাহরীকে জাদীদের খাতে চাঁদা হিসেবে প্রদান করছি। আর নিচে লিখা ছিল, আমার নাম প্রকাশ করবেন না।

এই কয়েকটি ঘটনা আমি নিয়েছি শোনানোর জন্য। আরো বহু ঘটনা রয়েছে সম্ভবত এর চেয়েও বেশী ঈমান উদ্দীপক ঘটনা রয়েছে। আমি বিশেষ কোন ধারাবাহিকতা মোতাবেক নির্বাচন করিনি।

আল্লাহ্ তা'লা ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এসব লোকদের ধন ও জনসম্পদে অশেষ কল্যাণ দান করুন। এরপর রীতি অনুসারে বিগত বছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরছি আর তাহরীকে জাদীদের ৭৮তম বছরের ঘোষণা করছি। আল্লাহ্ তা'লা এ নতুন বছরকেও অশেষ কল্যাণ ও ফলে ভরে দিন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গত বছর ছিল তাহরীকে জাদীদের ৭৭তম বছর যা ৩১ অক্টোবর শেষ হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধীনে জামাত এ বছর ছিষট্টি লক্ষ একুশ হাজার পাউন্ড আদায় করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। যা গত বছরের তুলনায় এগারো লক্ষ বাষট্টি হাজার পাউন্ড বেশী। কেবল এক বছরে এ রকম বৃদ্ধি পূর্বে কখনও তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ক্ষেত্রে ঘটেনি। চাঁদা আদায়কারীদের সংখ্যায়ও এ বৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। এছাড়া কুরবানীর মানও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রম অবনতি হচ্ছে আর বিশেষ করে ইউরোপের অবস্থার অবনতি ঘটছে। আল্লাহ্ তা'লা এ অর্থে প্রভূত কল্যাণ রেখে দিন আর জামাতের সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তৌফীক দিন এবং কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তা বাস্তবায়িত হোক। যেভাবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের চাঁদায় ঘাটতি আনতে পারে নি আর্থিক কুরবানীতে কোন ঘাটতি আসে নি, তদ্রূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা করুন যেন এ অর্থনৈতিক মন্দা যেন আমাদের পরিকল্পনায়ও কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে।

পাকিস্তানের ভয়াবহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা নিজেদের কুরবানীর যে মান ছিল তা ধরে রেখেছে আর প্রথম স্থান অক্ষুন্ন রয়েছে। এরপর এ বছর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, তৃতীয় জার্মানী এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করে যুক্তরাজ্য। গত বৎসর পাকিস্তানের পর দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল যুক্তরাজ্য। তৃতীয় যুক্তরাষ্ট্র ছিল আর চতুর্থ স্থান ছিল জার্মানীর। এ বছর জার্মানী চতুর্থ থেকে তৃতীয়তে উঠে এসেছে আর অনেক বড় আর্থিক কুরবানী দিয়ে এসেছে। কানাডা পূর্বের ন্যায় পঞ্চম স্থানে, ভারত ষষ্ঠ, ইন্দোনেশীয়া যদিও অনেক অর্থনৈতিক কুরবানী দিয়েছে তথাপি ভারতের জামাতসমূহের কুরবানী সে তুলনায় অনেক বেশী।

এজন্য ইন্দোনেশীয়া সপ্তম অবস্থানেই আছে, অস্ট্রেলিয়া অষ্টম। একটি আরব দেশ যার নাম উল্লেখ করতে চাই না নবম স্থানে রয়েছে। সুইজারল্যান্ড দশম স্থান অধিকার করেছে।

জনপ্রতি আদায়ের ক্ষেত্রেও সেই আরব দেশটির পর যুক্তরাষ্ট্র একশ' আঠরো পাউন্ড প্রদান করে দ্বিতীয় স্থানে আছে। এরপর সুইজারল্যান্ড তাঁরপর রয়েছে বেলজিয়াম।

স্থানীয় মুদ্রায় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জার্মানী সর্বাগ্রে। আমি যেভাবে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কুরবানীকারীদের সংখ্যার ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি ঘটেছে। এ বছর নতুন এক লক্ষ নয় হাজার চাঁদা দাতা অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। এভাবে এ সংখ্যা গত বছরের তুলনায় এক লক্ষ নয় হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যদিও যেভাবে বলেছিলাম, এক্ষেত্রে এখনও কাজের অনেক সুযোগ আছে। আফ্রিকান জামাতসমূহের মধ্যে নাইজেরিয়া আমার নির্দেশ অনুসারে এক্ষেত্রে ভাল কাজ করেছে।

আফ্রিকান জামাতসমূহের মধ্যে সামগ্রীকভাবে চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ঘানা। এরপর মরিশাস তারপর নাইজেরিয়া। যারা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে, তাদের মধ্যে গাম্বিয়া আর বুর্কিনাফাঁসোও যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে নাইজেরিয়ার অবস্থান প্রথম। এ বছর তারা ছাপ্পান্ন হাজার সদস্য বাড়িয়েছে। এরপর সিয়েরালিয়ন, আইভরিকোস্ট, বুর্কিনাফাঁসো ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় রেকর্ড অনুযায়ী 'প্রথম দফতর' এর সর্বমোট মুজাহিদের সংখ্যা পাঁচ হাজার নয় শত সাতাশ জন। আল্লাহ্র কৃপায় তাদের মধ্যে তিন শত চল্লিশ জন এখনো জীবিত আছেন আর তাঁরা স্বয়ং নিজেদের চাঁদা প্রদান করছেন। অবশিষ্ট মরহুমদের চাঁদা তাঁদের উত্তরাধিকারীরা দিয়ে থাকেন।

চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের তিনটি বড় জামাত যথাক্রমে, প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়াহ্ এবং তৃতীয় করাচি। আর শহুরে জামাতগুলোর মধ্যে শীর্ষ দশটি জামাত হচ্ছে, প্রথম রাওয়ালপিন্ডি, দ্বিতীয় ইসলামাবাদ, তৃতীয় কোয়েটা, চতুর্থ উকাড়া, পঞ্চম হায়দ্রাবাদ, ষষ্ঠ পেশওয়ার, সপ্তম মিরপুর খাস, অষ্টম ভাওয়ালপুর, নবম ডেরাগাজী খান, দশম নওয়াব শাহ্। জেলা পর্যায়ে কুরবানীর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার মধ্যে শিয়ালকোট প্রথম স্থানে রয়েছে আর দ্বিতীয় ওমরকোট। এ বছর মিরপুর খাস এবং ওমরকোট জেলায় প্রবল বর্ষণের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আর এ জেলাসমূহের অধিকাংশ জামাত কৃষি নির্ভর জামাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের কুরবানীকে বহাল রেখেছেন। সারগোদা তৃতীয়, শেখুপুরা চতুর্থ, গুজরাট পঞ্চম, ভাওয়ালপুর ষষ্ঠ, বদীন সপ্তম, নারওয়াল অষ্টম, সাঙড় নবম আর আযাদ কাশ্মীরের মিরপুর এবং হাফিযাবাদ দশম স্থানে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দশটি জামাত হচ্ছে, লস এঞ্জেলেস ইনল্যান্ড এ্যাম্পায়ার, ডেট্রয়েট, সিলিকন ভেলী, শিকাগো ওয়েস্ট ও হ্যারিসবার্গ, ডালাস, লস এঞ্জেলস ওয়েস্ট, বোস্টন, সিলভার স্প্রিং এবং পোর্টম্যাক।

জার্মানীর শীর্ষ দশটি জামাত হলো, রোয়েডারমার্ক, নেউস, কোলন, ফ্লোয়েরজহাম, আগসবার্গ, নূইজেনবুর্গ, কার্লসরূহে, মাহদী আবাদ, উনযাভে,মারবার্গ।

আদায়ের দিক থেকে জার্মানীর প্রথম দশটি ইমারত হলো, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফোর্ট, গ্রোসগিরাও, ডার্মাস্ট্রাড, উইযেনবাদেন, ম্যানহেইম, রেডস্টেট, ডেডসন বাফ, আফেন বাখ।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের শীর্ষ দশটি জামাত হচ্ছে, মসজিদ ফজল লন্ডন, নিউ মালডেন, ওস্টার পার্ক, চীম, স্ক্যান্থর্ফ, মস্ক ওয়েস্ট, ওয়েস্ট হিল, বাইতুল ফুতুহ্, রেইন্স পার্ক এবং ম্যানচেস্টার সাউথ।

যুক্তরাজ্যের প্রথম তিনটি রিজিওয়ন হচ্ছে, যথাক্রমে লন্ডন রিজিওয়ন, নর্থ ইস্ট এবং মিডল্যান্ডস রিজিওন। ছোট জামাতসমূহের মধ্যে ব্রোমলে ও লুইশ্যাম, লেমিংটন স্পা, ওলভা রোহ্যাম্পটন, স্পেন ভ্যালী এবং ক্যাইলী।

কানাডার জামাতগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে এ্যাডমন্টন, ভন ওয়েষ্ট, পিস ভিলেজ ওয়েষ্ট, সারে ইষ্ট এবং সাসকাটুন।

ইন্ডিয়া যদিও ষষ্টস্থানে রয়েছে কিন্তু তাদের নাম এজন্য নিচ্ছি, এটি সেই স্থান যেখানে কাদিয়ান অবস্থিত এবং এ স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। এটি তাঁর শহর।

ভারতীয় জামাতসমূহের মধ্যে এক নাম্বারে আছে কেরালা, তামিল নাড়ু দ্বিতীয়, এবং এরপর রয়েছে অন্ধ্র প্রদেশ্, প্রদেশগুলোর স্থান হলো জম্মু কাশ্মীর, পশ্চিম বঙ্গ, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, ইউ-পি, এবং দিল্লী। এবং জামাতগুলোর মধ্যে যথাক্রমে আছে কিরোলাই, কালিকাট, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা, কানানোর টাউন, কাদিয়ান ষষ্ঠ, কইম্বাটোর, চেন্নাই, বেঙ্গাডী এবং দিল্লি।

তাহরীকে জাদীদের চাঁদা কেন্দ্রীয় চাঁদা আর এতে দেশীয় বা স্থানীয় জামাতের কোন অংশ থাকে না। কেন্দ্রীয় যেসব প্রজেক্ট ইন্ডিয়া, অন্যান্য দরিদ্র দেশ, আফ্রিকা অথবা কেন্দ্রের যে খরচাদি রয়েছে তা এর মাধ্যমে নির্বাহন হয়। কিন্তু এবার জামাতসমুহ অসাধারণভাবে চাঁদা আদায় বৃদ্ধি করেছে আমেরিকাও অসাধারণ ভাবে বেশি আদায় করেছে যা প্রায় এক লক্ষ অষ্টআশি হাজার ডলার বেশী। এতে তাদের কোন অধিকার না থাকা সত্ত্বেও আমি এবার এথেকে তাদেরকে এক লক্ষ ডলার দিয়ে দিচ্ছি। জার্মানীও অসাধারণ ভাবে বর্ধিত চাঁদা আদায় করেছে যার পরিমাণ তিন লক্ষাধিক হবে। এজন্য তাদেরকে দেড় লক্ষ ইউরো দেয়া হচ্ছে। এ অর্থ দেয়ার কারণ হলো, আমেরিকা এবং জার্মানীতে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে এ অর্থ মসজিদ নির্মাণ খাতে ব্যয় করবে। যুক্তরাজ্যও অনেক বর্ধিত করেছে। কিন্তু যতটুকু প্রথম দু'টি জামাতে হয়েছে ততটুকু নয় কিন্তু তাদেরকেও পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দেয়া হচ্ছে মসজিদ নির্মাণের জন্য, কেননা এখন মসজিদের প্রতি আপনাদেরও মনোযোগ বেড়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল দিক থেকে তা কল্যাণময় করুন এবং ভবিষ্যতেও অধিক ত্যাগ স্বীকারের তৌফিক দিন। এদের সবার ধন-সম্পদ ও জনবলে আল্লাহ্ তা'লা অশেষ বরকত দিন।

এখন নামাযের পরে আমি আমাদের একজন বুজুর্গ মোকাররম মাসুদ আহমদ খাঁন দেহলভী সাহেবের গায়েবানা জানাযা পড়াব। তিনি ৩রা নভেম্বর ভোর তিনটায় একানব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

জামাতের একজন প্রবীণ কর্মী, ওয়াকফে যিন্দেগী এবং দৈনিক আল্ ফযলের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯২০ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাহাবী ছিলেন, যিনি ১৯০০ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। এবং তাঁর দাদাও সাহাবী ছিলেন, যিনি ১৮৯০ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মোকাররম দেহলভী সাহেব ১৯৪৪ সালে জীবন উৎসর্গ করেন এবং হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে দৈনিক আল্ ফযলের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন। অতঃপর লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর করিয়েছেন। তিনি ১৯৪৬ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত দৈনিক আল্ ফযলের সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন এবং ৭১ থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত দৈনিক আল্ ফযলের সম্পাদক হিসাবে খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এভাবে মোট ৪৩ বছর পর্যন্ত তিনি কাদিয়ান, লাহোর এবং রাবওয়াহ্র আল্ ফযলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ভারপ্রাপ্ত উকিলুত তবশীর হিসেবেও কাদিয়ানে খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৪৭ এর গোলযোগের সময় তদানিন্তন নাযের উমুরে খারেজার সাথে সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। এরপর ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ গন্ডগোলোর সময় তিনি রির্পোটিং এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৬০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের মাসিক আনসারুল্লাহ্ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৪ সালেও তিনি সাংবাদিকতার দায়িত্বাবলী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছেন। ১৯৭৫, ১৯৭৬ এবং ১৯৮০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.)-এর সাথে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা এবং পশ্চিম আফ্রিকা সফরে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে স্পেনের মসজিদে বাশারত'এর উদ্বোধনের সময় সফরসঙ্গী হন। ১৯৮৯ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে জামাতে আহমদীয়া জার্মানীর 'কাযা' বা বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বই 'আল্লাহ্র নামে নর হত্যা'র যে অধ্যায় হুযুর (রাহে.) ইংরেজীতে লিখেছিলেন তিনি এর উর্দূ অনুবাদ করেন। অনুরূপভাবে Christianity A journey from facts fiction, 'এর উর্দূ অনুবাদ করেছেন। 'সফরে হায়াত' ছাড়া আরো দুই তিনটি বইও লিখেছেন।

তাঁর ছেলে ইরফান আহমদ খাঁন সাহেব জার্মানীতে আছেন। উসমান খাঁন সাহেব জার্মানীতে এবং ডাক্তার ইমরান খালেদ সাহেব রাবওয়াহ্তে রয়েছেন। অত্যন্ত সহজ-সরল সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেক বছরই জার্মানীর জলসায় আসতেন আর এখানেও আসতেন। এবার জার্মানীতে আমি যখন দ্বিতীয় বার গেলাম তখন তাঁর শারিরীক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। অসুস্থ্যতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু আমার আসার কথা শোনা মাত্রই হাসপাতাল থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসে মসজিদে আমার পিছনে নামায পড়ার সুযোগ লাভের জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন। যাহোক, জুমুআর দিন মসজিদে আসেন আর জুমুআর নামাযও পড়েন। জুমুআ অথবা অন্য কোন নামাযের পর সাধারণত আমি মসজিতে সাক্ষাত করি না। কিন্তু সেদিন তাঁর সাথে সাক্ষাত করার খুব ইচ্ছা হলো। কাজেই জুমুআর পর তাঁর সাথে সেখানেই শেষ সাক্ষাত হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)